ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 089 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮৯ ● কলকাতা ● ১৭ চৈত্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০২ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী-মুখ বিজেপির?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২১-এ নন্দীগ্রামের পর ২০২৬-এ ভবানীপুরে মুখোমুখি লড়াই হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর। গতবার জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার কী হবে? এই প্রশ্নই এখন লোকের মুখে মুখে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে ভবানীপুরে। ফল জানা যাবে চৌঠা মে। আর ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট রয়েছে নন্দীগ্রামে।বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেক্কা দিতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী? দিলীপের স্পষ্ট উত্তর, 'ভবানীপুরে গুজরাতির সংখ্যা প্রচুর। ওঁরা জানেন গুজরাত কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বাংলা কীভাবে নরক হয়ে গেছে।' তাই শেষমেষ মানুষের উপরই ভরসা রাখছেন দিলীপ। বলছেন, 'যা করবে মানুষ করবে। আমরা মানুষের সঙ্গে আছি।'

শোনা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার ভবানীপুর বিধানসভা আসনে মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 248

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তাঁর মধ্যে কি এমন আকর্ষণ আছে, যার জন্য আমরা আকর্ষিত হয়ে চলে আসি? না তো তিনি সুন্দর, না তাঁর ভাষা সুন্দর, না ভাল চলন, না তাঁর কোন বুদ্ধি আছে। না তিনি বুদ্ধিমান, না তিনি জ্ঞানী। তিনি তো কিছুই নন। তবুও তাঁর সান্নিধ্যে ভাল লাগে কেন? আমরা বার বার কেন আসি? কেন? কেন? কেন?

ক্রমশঃ

তৃণমূল নেতার বাড়ি গিয়ে জল খেয়ে ভোট ভিক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বীরভূমের সিউড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলরের বাড়িতে ঢুকে ভোট চাওয়ার ঘটনা, অন্যদিকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ, সব মিলিয়ে প্রার্থীর আচরণ ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক চাপানউতোর। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তাদের কর্মীদের উপর পুলিশ অযথা চাপ সৃষ্টি করছে এবং ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। সেই কারণেই প্রার্থী প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে সিউড়িতে ভোটের আগে এই ঘটনাপ্রবাহ নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ধরনের ঘটনা ভোটের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলতে পারে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার প্রচারের সময়। বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সিউড়ির বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইছিলেন। সেই সময় আচমকাই তিনি সিউড়ির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তপন সুকুলের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সেখানে উপস্থিত কাউন্সিলর তাঁকে আপ্যায়ন করে জল খেতে দেন ঠিকই, কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি তৃণমূলের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং দলীয়ভাবে তিনি বিজেপিকে সমর্থন করবেন না। ফলে তাঁর কাছে ভোট চাওয়া অর্থহীন। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েই সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন বিজেপি প্রার্থী। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনার কথা স্বীকার করেন। যা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়।

তবে বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় অভিযোগ সামনে আসে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, তিনি অত্যন্ত কড়া ও আপত্তিকর ভাষায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন। যা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ঘটনার পেছনে যে প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে, তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় সন্দেশখালি থেকে কয়েকজন বিজেপি সমর্থক সিউড়িতে আসেন বলে অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের দাবি ছিল, তাঁরা বহিরাগত এবং সেই কারণেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং পরে মামলা দায়ের হয়। নির্বাচন আসন্ন হওয়ায় পুলিশ সেই মামলার অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে সতর্ক করে দেয় যাতে ভোটের দিন কোনও অশান্তি না হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়।

এই পদক্ষেপের খবর বিজেপি প্রার্থীর কাছে পৌঁছতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং তাদের পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। তাদের অভিযোগ, একজন দায়িত্বশীল প্রার্থী হিসেবে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তারা প্রশ্ন তুলেছে, কীভাবে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়াই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এই আচরণ করা যায়!

ভোটের মুখে কলকাতায় এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করল ইডি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানে ফের উদ্ধার হল নগদ টাকা। অনেকে দাবি করেন, সোনা পাপ্পু দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সভাপতি তথা রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমারের ঘনিষ্ঠ। ঘটনাচক্রে সেই দেবাশিসকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার ডেকেছিল ইডি। তার দু'দিন পরেই সোনা পাপ্পুর বাড়িতে এই অভিযান। কিছু দিন আগে রবীন্দ্র সরোবরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাতে সোনা পাপ্পুর নাম জড়িয়েছিল। কিন্তু এখনও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গোলপার্কে দুই গোষ্ঠীর ওই সংঘর্ষ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়ায় বার বার উঠে এসেছে সোনা পাপ্পুর দলবলের নাম। তারাই এলাকায় অশান্তি করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। যদিও সোনা পাপ্পু দাবি করেছিলেন, ওই গোষ্ঠী সংঘর্ষে তিনি কোনও ভাবেই যুক্ত নন।এক সংস্থার কর্তার বেহালার বাড়ি থেকে নগদ এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বাড়ি থেকেও।

বুধবার সকাল থেকেই সোনা পাপ্পুর সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী-মুখ বিজেপির?

রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন বলে মনে করা হচ্ছে।সেই কেন্দ্রে আগেই মনোনয়ন জমা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিলীপ ঘোষও। এবার ভবানীপুরে তিনি মনোনয়ন পেশ করবেন। শোনা যাচ্ছে, এদিন বিরাট ব্যালি করে মনোনয়ন জমা করবেন শুভেন্দু। তাঁর হয়ে ব্যালি করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাহলে কি এবার বিজেপির প্রোজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী-মুখ শুভেন্দু অধিকারীই? এই প্রশ্নই এখন মানুষের মনে। একই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, খড়গপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের কাছেও। তিনি কী বললেন?

দিলীপ ঘোষ জানালেন, বিজেপি কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ সামনে রেখে ভোটে লড়ে না। তাঁর মতে, যা ঠিক করে, পার্টিই ঠিক করে। যা হবে ভোটের ফলাফল দেখে হবে। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, সর্বভারতীয় নেতারা ঠিক করে নেন কার মনোনয়নে কোন কোন নেতা থাকবেন। আর কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তাও দলই ঠিক করে। হয়ত এমন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়, যাঁর মুখ মানুষ চেনে না। তাই এখনই এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না।

(২ পাতার পর)

ভোটের মুখে কলকাতায় এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করল ইডি!

চালান ইডির আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, কসবা, বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন সোনা পাপ্পু। সেই সূত্র ধরেই অভিযান শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সূত্র মারফত ইডি আধিকারিকেরা জানতে পারেন, তিনি নাকি বিভিন্ন নির্মাণসংস্থার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলতেন এবং তাঁর মাধ্যমেই সেই টাকা বিভিন্ন প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে যেত, এমন অভিযোগও পেয়েছে ইডি। সূত্রের দাবি, এই সংক্রান্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতেই বুধবার সোনা পাপ্পুর বাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা।

সোনা পাপ্পুর বাড়ির পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডি হানা দিয়েছিল। অভিযান চলে বালিগঞ্জের এক ঠিকাদার সংস্থার অফিসেও। জানা যাচ্ছে, ওই সংস্থার কর্তা জয় কামদারের বেহালার বাড়ি থেকেই এই টাকা পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

ফালাকাটায় তৃণমূলের জনসভায় অভিষেক,উপচে পড়া ভিড়

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে এক বিশাল জনসভায় যোগ দেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি।তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে গোটা ফালাকাটা শহরজুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।সভাস্থল ও তার আশেপাশের এলাকায় ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয়।জনসভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের -এর নেতৃত্বে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন,লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের

এরপর ৪ পাতায়

দেবাশিস কুমারের পর এবার বিবেকের বাড়িতে তল্লাশি ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের পর ইডি দফতরে এবার বিবেক কাঠতিয়া। বেআইনি নির্মাণ সহ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।বস্তুত, এর আগে রাসবিহারীর তৃণমূল বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের কত সম্পত্তি তা নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য তলব করা হয়েছে, খবর ইডি সূত্রে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত তথ্য ইডি দফতরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।গত শনিবার জমি সংক্রান্ত প্রতারণা মামলায় তদন্তে নেমেছিল ইডি। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছিল। সেই সময়ই বালিগঞ্জ পার্ক রোড নির্মাণ সংস্থার কর্ণধার বিবেক কাঠটিয়া বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা।তাঁর বিরুদ্ধে জমি নিয়ে প্রোজেক্ট তৈরি করার নামে কোটি-কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জমি উন্নয়নের প্রকল্পের নামে বিপুল পরিমাণে টাকা তোলা হয় বলে খবর। তবে বাস্তবে কোনও ধরনের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি সংস্থার নামে এফআইআর হয়েছিল। যার ভিত্তিতে ইডি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। ইতিমধ্যেই রাজবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবার সেই একই মামলায় নির্মাণসংস্থার মালিক বিবেক জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি। এ দিন, নথি ও তথ্য নিয়ে হাজির হন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য ও কলকাতা পুলিশে ফের বড় রদবদল হতে পারে?

রাজ্য ও কলকাতা পুলিশে বড় রদবদলের প্রস্তাব। স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে পুলিশের একাধিক শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব দেওয়া হবে সিইওকে। রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অফিসার বদলির তালিকা পাঠানো হল নির্বাচন কমিশনারকে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে এই রদবদল করার প্রস্তাব।চিঠিতে বলা হয়েছিল কমিশনের তরফে যে সমস্ত পুলিশ কর্তাকে বদলি করা হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচনের কাজে যাঁরা থাকতে পারবেন না, তাঁদের নির্বাচনী প্রচারমূলক কর্মসূচির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করতে চায় রাজ্য পুলিশ। কারণ এত সংখ্যায় বদলের পর সভাগুলির নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর মতো পুলিশ কর্তার সংখ্যা কমে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণার পরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড় পরিবর্তন করে কমিশন। মুখ্যসচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে। সরানো হয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকেও। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেক বড় পদক্ষেপ করে কমিশন। এবার ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে রদবদল করে কমিশন। এমনকী কলকাতার পুলিশ কমিশনারও বদল করা হয়। মূলত ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পুলিশ কর্তাদের সরাসরি ভূমিকা থাকে। সেই পদে নতুন কোন IPS অফিসারদের আনা হয়।একাধিক আইপিএস অফিসারকে নতুন দায়িত্বে পোস্টিং দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কমিশনারকে। কলকাতা, বিধাননগর, চন্দননগরসহ বিভিন্ন কমিশনারেটে এই বদল কার্যকর হতে পারে।

বদলি করে দেওয়া পুলিশ কর্তাদের ভোট প্রচারের রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভাস্থল ও ভিআইপির নিরাপত্তা দেখভালের কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের নির্বাচনী আবহে রাজনৈতিক দলগুলির ভিআইপি ক্যাম্পেনারের নিরাপত্তা, সভাস্থলের নিরাপত্তা দেখভালের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিসারদের। তাই রাজ্য পুলিশের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। এবার সেই অনুমতি দিয়ে দিল কমিশন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চব্বিশতম পর্ব)

করে এসেছে।বর্তমানে সুন্দরবন বাসীরা বাঘকে পূজা করেনা, বনবিবি দেবীকেই তারা পূজা করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে তার নিদর্শন মেলে। বঙ্গদেশে অনেক জায়গায় বাঘকে পুজো করা হয়। সুন্দরবনে বাঘ দক্ষিণারায় নামে দেবতা বলে প্রচলিত ও পূজিত। সুন্দরবনে বনবিবির মূর্তি তিনটি ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। নদীর ধারে মাটির ঢিবি করে পূজা যেমন দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি ঘট পেতে পূজা করা হয়। মানত থাকলে অনেকে বনবিবির মূর্তিকে পূজা করে। আউলে, বাউলে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ফালাকাটায় তৃণমূলের জনসভায় অভিষেক,উপচে পড়া ভিড়

পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি ফালাকাটা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা ছিল-তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফিরলে এই অঞ্চলে আরও উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস অল্প ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল।সেই প্রেক্ষাপটে এদিনের এই জনসভা বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব,পাশাপাশি ব্লক ও অঞ্চল স্তরের অসংখ্য কর্মী-সমর্থক।প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের প্রশংসা করে অভিষেক ব্যানার্জি বলেন,তিনি একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য ব্যক্তি,যিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থন করার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন,সকলে যদি একযোগে ভোট প্রদান করেন,তবে এই কেন্দ্রে জয়ের পথ আরও সুগম হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হরপ্পা সভ্যতার ধর্ম ছিল মাতৃকা-উপাসনামূলক, এরকম দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন।
"প্রশ্ন উঠতে পারে পুরুষ-মূর্তিগুলি নিয়ে। কেননা প্রত্নতত্ত্বলব্ধ পোড়া-মাটির মূর্তিকা বলতে যদিও প্রধানতই এ-জাতীয় নারী-মূর্তি তবুও কিছু কিছু পুরুষ-মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দলীয় প্রার্থীদের বদলের দাবিতে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তুঙ্গে

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন উৎসবের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী বদলের দাবি, দলীয় প্রার্থীকে মেনে না নেওয়ার বিরুদ্ধে দলীয় নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের বিরোধী প্রচার এখন চরমে উঠেছে। হাওড়ায় গ্রামীণ ও সদর মিলিয়ে মোট আসন সংখ্যা ষোলো। তৃণমূল কংগ্রেস,বি জে পি, কংগ্রেস তাদের নিজ নিজ প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থী ঘোষণার পরেই হাওড়া গ্রামীণে উদয়নারায়ণপুর বিধান সভায় বি জে পি প্রার্থীকে উদয়নারায়ণপুরের বি জে পি - র নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকেরা মেনে নিতে পারে নি। এখানে বি জে পি - র নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকেরা বি জে পি - র ঊর্দ্ধতন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাদের দাবি ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই এই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছেন।নেতৃত্ব যাকে প্রার্থী করেছেন তিনি এই বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাই নন। তাঁকে এলাকার কেউ চেনেন না।এই এলাকার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি এই এলাকাকে চেনেন না।তিনি বহিরাগত। তাদের দাবি, " এই বিধানসভায় আমরা দলের লড়াকু ভূমিপুত্রকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এই কেন্দ্রের প্রার্থী বদল করে ভূমিপুত্র কে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করুন " । আমতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক গোষ্ঠী প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাদের দাবি এর আগে এই কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল এর অনৈতিক কার্যকলাপ, তার উদ্ধত্ব,তার দূর্ণীতি নিয়ে লিখিত ভাবে আমারা দলের ঊর্দ্ধতন নেতৃত্বদের জানিয়েছিলাম। আমরা এই কেন্দ্রে নতুন প্রার্থী দেওয়ার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই আবেদনের গুরুত্ব না দিয়ে পুনরায় এই কেন্দ্রে সুকান্ত পাল - কে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। এই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের একাংশ দলের ঊর্দ্ধতন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রকাশ্যেই বলছেন, এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত পাল -কে বদল না করা হলে তারা প্রার্থী কে হারানোর জন্য বিকল্প চিন্তা - ভাবনা করে জোরদার প্রচার চালাবেন এবং সেইমত কাজ ও করবেন। আমতা, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ দুই কেন্দ্রে দুই আসনে প্রার্থী নিয়ে কংগ্রেসের নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কংগ্রেস দলের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমতা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছেন তপন দাস - কে। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী করেছেন ইমতিয়াজ আলি - কে। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের দাবি,তপন দাস প্রদেশ কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গ্রামীণ হাওড়া এলাকার বাসিন্দাই নন। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী ইমতিয়াজ আলি - কে উলুবেড়িয়া দক্ষিণের কেহই চেনেন না বলে কংগ্রেসের নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের একাংশ দাবি করছেন। হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আলম দেইয়ান এই প্রসঙ্গে বলেন, " আমতা এবং উলুবেড়িয়া দক্ষিণের প্রার্থী নিয়ে আমার কাছে এই দুই কেন্দ্রেরই কংগ্রেস নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থকেরা তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে।তারা যে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি করছেন সেটা যুক্তি সংগত। আমি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে দুই কেন্দ্রের প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বলেছি, এই দুই কেন্দ্রে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা - নেত্রীদের প্রার্থী করা হোক। উল্লেখ্য আলম দেইয়ান -কে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী করেছেন। তিনি বলেন, " আমরা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু দুই কেন্দ্রের প্রার্থী পরিবর্তন না করা হলে, লড়াই সর্বাত্মক হবে না " ।

বকেয়া ডিএ নিয়ে নবান্নে হাইভোল্টেজ বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চার বছরের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সম্পূর্ণ বকেয়া ৩১ মার্চের মধ্যে এককালীন পরিশোধ করা হবে, এমন ঘোষণা আগেই করেছিল রাজ্য সরকার। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, সরকারি দপ্তরের অধিকাংশ কর্মী তাঁদের বকেয়া ডিএ পেয়েছেন, যা কেউ জিপিএফ অ্যাকাউন্টে, আবার কেউ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়েছেন।আজকের বৈঠকে সেই তথ্য সংগ্রহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উচ্চশিক্ষা, স্কুলশিক্ষা, জনশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা, পুর ও নগরোন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা,

পরিবহণ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের। পাশাপাশি প্রত্যেককে তাঁদের আর্থিক উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র।তবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পাশাপাশি পুরসভা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের বহু কর্মী এখনও পর্যন্ত এই বকেয়া অর্থ পাননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আজ, বুধবার নবান্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবেন। জানা গিয়েছে, অর্থ দপ্তরের অডিট শাখা থেকে আগেই একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়, যেসব দপ্তরের কর্মীরা এখনও বকেয়া ডিএ পাননি, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে প্রকৃতপক্ষে কত হারে ডিএ দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই মর্মে গত ১২ মার্চ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়ে সংসদীয় প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক একটি সর্বাত্মক মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম গড়ে তুলেছে। এর অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক, পূর্বাভাস মডেল এবং দেশজভাবে গড়ে তোলা জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম। প্রবল বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত চিহ্নিতকরণে প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থাকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে সময়-ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা যায়।

জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন দ্য সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন স্বল্প পরিসরের বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উত্তরাখন্ড সহ হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলি চিহ্নিত জায়গা-ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে ২৪ ঘন্টার সময়কালে এই সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়ে থাকে। বন্যার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চরম সীমা স্পর্শ করার আগেই এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, সিডব্লিউসি বন্যার সতর্কবার্তা ৭ দিনের পরামর্শ বিষয়ে তথ্যাদিhttp://https://ffs.india-water.gov.in এখানে পাওয়া যায়।

খনি মন্ত্রকের অধীন ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্র আঞ্চলিক ভূমিধ্বসের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উত্তরাখন্ড সহ ৮টি রাজ্যের ২১টি জেলায় এই পূর্বাভাস প্রদান করা হয়।

উত্তরাখন্ডে আবহাওয়া পরিকাঠামোকে বিগত তিন বছরে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায়ে অনেক উন্নত করা হয়েছে। একটি নতুন এক্স-ব্যান্ড ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার স্থাপন করা হয়েছে ২০২৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী। সেইসঙ্গে, ২০২৫ সালে ৬টি নতুন স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরাখন্ডে ২০টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টির পরিমাপক যন্ত্র রয়েছে। এছাড়াও, জেলা-ভিত্তিক বৃষ্টিপাত নজরদারিতে ৭১টি স্টেশন কাজ করে।

হিমালয়ের হিমবাহ গলা এবং গঠনগত পরিবর্তনের বিষয়টি উপগ্রহ-ভিত্তিক রিমোট সেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে নজরদারি করা হয়। ইসরো অত্যাধুনিক রিমোট সেন্সিং এবং জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম প্রযুক্তিকে হিমবাহর গঠনগত পরিবর্তন নজরদারিতে কাজে লাগাচ্ছে।

ভূ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং লোকসভায় আজ এই তথ্য পেশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের শক্তিশালীকরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মূল বিষয়বস্তু

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ বিশেষ এককালীন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা (SEZ)-এর যোগ্য উৎপাদনকারী ইউনিটগুলি ছাড়যোক্ত শুল্ক হারে দেশীয় শুল্ক এলাকা (DTA)-তে বিক্রয় করতে পারবে। এই বিক্রয়ের পরিমাণ তাদের রপ্তানির নির্ধারিত অনুপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে ৩৬৮টি S E Z বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) কার্যকর SEZ-গুলি থেকে রপ্তানি ১১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩২.০২ শতাংশ বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল: বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মূল স্তম্ভ

SEZ বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল একটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত শুল্কমুক্ত এলাকা, যেটি অনুমোদিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভারতের শুল্ক সীমানার বাইরে অবস্থিত বলে বিবেচিত হয়। SEZ ইউনিটগুলি পণ্য উৎপাদন, পরিষেবা প্রদান এবং ফ্রি ট্রেড ওয়্যারহাউজিং জোনের মাধ্যমে সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি একটি পৃথক নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়, যার উদ্দেশ্য অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

ভারতে S E Z অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০০৫ সালের মে মাসে SEZ আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলগুলি রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্প সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি, SEZ-গুলি সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন ব্যবসায়িক পরিবেশের বিকাশ এবং উন্নত সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফলের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে অবদান রেখেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ SEZ-কে কেন্দ্র করে উদ্যোগ রপ্তানিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্তির প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করে বাজেটে S E Z - র জন্য একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার ফলে প্রভাবিত S E Z - গুলির জন্য লক্ষ্যভিত্তিক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এককালীন ছাড়কৃত DTA বিক্রয়: উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য কৌশলগত সহায়তা

একটি বিশেষ এককালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়েছে যে যোগ্য SEZ উৎপাদন ইউনিটগুলি তাদের উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকা (D T A) - তে সাধারণ শুল্কের পরিবর্তে ছাড়কৃত শুল্ক হারে বিক্রি করতে পারবে। এই বিক্রয়ের

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

‘বলিউডে ফেক ফিল্ম তৈরি হচ্ছে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রথমসারির অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি সম্প্রতি বলিউডে ফিল্ম নির্মাণের গুণগত মান নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ বলিউডে ফেক ফিল্ম তৈরি হচ্ছে’ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সত্যনিষ্ঠা ও দর্শকের সঙ্গে সৎ যোগাযোগ বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

৫১ বছর বয়সি এ অভিনেতা এনডিটিভি ক্রিয়েটরস মঞ্চ সিজন ২-এর একটি সেশনে এই মন্তব্য করেন। সেখানে চলচ্চিত্রে গল্প বলার ধরন, সত্যের গুরুত্ব এবং সিনেমার সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্দিকি বলেন, বর্তমান হিন্দি চলচ্চিত্রে যে ধরনের সিনেমা তৈরি হচ্ছে, তা দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তার মতে, আজকের দর্শক সিনেমার গল্প এবং উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা রাখে।

তিনি সরাসরি বলেন, ‘সামাজকে ভুল দিকের দিকে নিতে হবে না। সত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আজকাল সব মানুষই সত্য জানে।’

এই মন্তব্যগুলি এসেছে এমন এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, যেখানে গ্লোবাল টেনশন এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজকে দায়িত্বশীল গল্প বলার মাধ্যমে গাইড করা উচিত কি না তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সিদ্দিকির মতে, দর্শকরা বিশ্বব্যাপী ঘটমান বিষয়গুলি বোঝে এবং সিনেমায় তৈরি বা প্রচারিত নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ সহজেই শনাক্ত করতে পারে।

হংকংয়ে রণবীর-আলিয়া, সঙ্গে ছোট্ট রাহা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকা মানেই যেন ব্যস্ত শিডিউল। তবে সেই ব্যস্ততাকে ছুটি দিয়ে তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট এখন সুদূর হংকংয়ে। উদ্দেশ্য, ছোট্ট কন্যা রাহাকে নিয়ে কিছুটা নিভৃতে সময় কাটানো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসেছে তাদের ওই ভ্রমণের কিছু মুহূর্তের ছবি।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাজের চাপ সামলে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে কিছুটা বিশ্রামের মেজাজেই বিদেশ গেছেন রণবীর। হংকংয়ের বিমানবন্দরে এবং শহরের আনাচে-কানাচে তাদের সাবলীল চলাফেরার ভিডিও ঘুরছে সামাজিক মাধ্যমে। তবে সব ছাপিয়ে নেটিজেনের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে তাদের মেয়ে

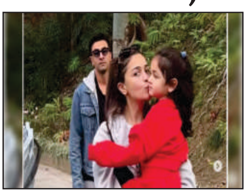

রাহা। রাহার মিষ্টি মুহূর্তগুলোই যেন ভক্তদের কাছে এই সফরের মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০২২ সালে গাঁটছড়া বাঁধার পর থেকে রণবীর-আলিয়াকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। একই বছর রাহার আগমনে সেই উন্মাদনা পৌঁছেছে অন্য মাত্রায়। চলচ্চিত্র বিশ্লেষক ও অনুরাগীদের মতে, গ্ল্যামার জগতের গাণিতিক জীবনের বাইরেও যে পরিবারই প্রথম- তাদের এই সফর সেই বার্তা দেয়।

পেশাগত জীবনেও রণবীর-আলিয়া এখন সাফল্যের তুঙ্গে। আলিয়া যেমন বলিউডে রাজত্ব করছেন, তেমনি রণবীর একাধিক বড় বাজেটের প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত।

সামাজিক মাধ্যমে তাদের ভ্রমণের ছবিতে ভক্তরা মন্তব্য করে যাচ্ছেন। কেউ লিখছেন, ‘ব্যস্ততার মাঝে এমন পারিবারিক সময় কাটানোই আসল সার্থকতা।’ আবার অনেকের মতে, 'রাহার উপস্থিতিই এই দম্পতিকে ভক্তদের হৃদয়ে আরও বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।'

সব মিলিয়ে, হংকংয়ের পথে পথে রণবীর-আলিয়ার এই পারিবারিক রোমাঞ্চ যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে- ক্যামেরার সামনের তারকাদের কাছেও বড় পুরস্কার হলো- পরিবারের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত।

ঈদে নচিকেতার নতুন গান ‘ভালো থেক’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঈদ আয়োজনে দেশের শিল্পীদের পাশাপাশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীও গান গেয়ে থাকেন গেল কয়েক বছর ধরে। এবারও ‘ভালো থেক’ শিরোনামের একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় এই শিল্পী।

গানটির সুর করেছেন বেলাল খান; কথা লিখেছেন কবির বকুল। সংগীতায়োজন করেছেন শোভন রায়। নতুন ঈদের গানটি নিয়ে নচিকেতা বলেন, বাংলাদেশের অনেকের সুরে গান করেছি। তবে এ গানের সুরে অন্য রকম আমেজ পেয়েছি। একটি গান কথার পাশাপাশি ভালো সুরের কারণেও শ্রোতার মনে দাগ কাটে। গানটির কথা ও সুর শ্রোতাদের সেই ভালোর তালিকায় থাকবে।

বেলাল খান বলেন, নচিকেতা দুই বাংলায় ‘সমানভাবে জনপ্রিয়’। জেন-জি প্রজন্মও তার গানে নিজেদের খুঁজে নেয়। এ শিল্পীর জন্য সুর করা আমার জন্য একটু চ্যালেঞ্জের ছিল। নির্মাতা চন্দন রায় চৌধুরী গানের কথার সঙ্গে সমন্বয় করে দারুণ একটি ভিডিও নির্মাণ করেছেন। আশা করছি, গানটি শুনে এবং এর ভিডিও দেখে দর্শক-শ্রোতারা হতাশ হবেন না।

সাউন্ডটেকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে মিউজিক ভিডিও। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন চন্দন রায় চৌধুরী। সেই ভিডিওতে অভিনয় করেছেন তাপস রায় চৌধুরী ও প্রথমা দাস।

আইপিএল

অভিষেকেই পাঞ্জাবে জয়ের নায়ক কনোলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) অভিষেক ম্যাচেই দারুণ ব্যাটিংয়ে নজর কাড়লেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার কুপার কনোলি। দুর্দান্ত ইনিংস খেলে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে পাঞ্জাব কিংসকে ৩ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয় এনে দেন তিনি।

১৬৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ৪৪ বলে অপরাজিত ৭২ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন কনোলি। তার ব্যাটে ভর করে ৫ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে শ্রেয়াস আইয়ারের দল।

গত ডিসেম্বরের নিলামে ৩ কোটি রুপিতে কনোলিকে দলে নেয় পাঞ্জাব। ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার অভিষেক ম্যাচেই ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। নিউ চণ্ডীগড়ে ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে প্রিয়ানশ আরিয়ার বিদায়ের পর তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন কনোলি। শুরুতে ধীরে খেললেও দ্রুতই ছন্দে ফেরেন তিনি। মোহাম্মদ সিরাজকে বাউন্ডারি মেরে খোলেন নিজের রানখাতা। প্রাভসিমরান সিংয়ের সঙ্গে গড়ে তোলেন গুরুত্বপূর্ণ জুটি। কাগিসো রাবাদা ও রাশিদ খানের মতো বোলারদের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন তিনি। রাশিদকে ১০৩ মিটার লম্বা ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসের জানান দেন।

মাঝপথে ১১০ থেকে ১১৮ রানের মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে পাঞ্জাব। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে জয়ের পথে রাখেন কনোলি। ৩৪ বলে ফিফটি পূর্ণ করেন তিনি।

শেষ দুই ওভারে প্রয়োজন ছিল ১৬ রান। জেভিয়ার বার্টলেটের ছক্কার পর কনোলিও গুরুত্বপূর্ণ বাউন্ডারি হাঁকান। শেষ ওভারে ওয়াশিংটন সুন্দারের বলে চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনিই।

ভিনিসিয়ুসকে ‘বানর’ বলায় সমর্থকের কারাদণ্ড

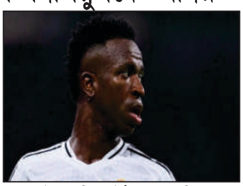

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল মাঠে বর্ণবাদ দমনে আরও কঠোর অবস্থান নিতে যাচ্ছে স্পেনের বিচার বিভাগ। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে লক্ষ্য করে ‘বানর’ বলে গালি দেওয়া ও কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে সেভিয়ার এক সমর্থকের বিরুদ্ধে এক বছর ৯ মাসের কারাদণ্ড চেয়েছে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস।

ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের অক্টোবরে রিয়াল মাদ্রিদ ও সেভিয়ার ম্যাচে। সেভিয়ার মাঠ র‍্যামন সানচেজ পিজুয়ান স্টেডিয়ামে খেলার সময় অভিযুক্ত সমর্থক বারবার ভিনিসিয়ুসকে উদ্দেশ্য করে বর্ণবাদী মন্তব্য করেন। শুধু ‘বানর’ বলে ডাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ করে তাকে অপমান করার অভিযোগও রয়েছে।

প্রসিকিউশনের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব আচরণ ছিল স্পষ্টভাবে বর্ণবাদী এবং খেলোয়াড়ের গায়ের রঙকে লক্ষ্য করে করা। এতে ভিনিসিয়ুসের ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং তার মধ্যে লজ্জা, অপমান ও হতাশার অনুভূতি তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে বৃহৎ দর্শকের সামনে ঘটায় এর প্রভাব আরও গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে লা লিগা ও রিয়াল মাদ্রিদ। অপরদিকে ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই অভিযুক্ত সমর্থককে স্টেডিয়াম থেকে বহিষ্কার করে সেভিয়া।

আগামী ২৯ এপ্রিল সেভিল প্রাদেশিক আদালতে এ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই সমর্থকের এক বছর নয় মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। পাশাপাশি দুই বছরের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতে পারে।

লা লিগায় বর্ণবাদবিরোধী অবস্থান দিন দিন কঠোর হচ্ছে। এই রায় কার্যকর হলে স্প্যানিশ শীর্ষ লিগে এটি হবে বর্ণবাদ সংক্রান্ত নবম শাস্তির ঘটনা। ভিনিসিয়ুস নিজেও একাধিকবার এমন ঘটনার শিকার হয়েছেন। একই ধরনের বর্ণবাদী আচরণের মুখে পড়েছেন আরও কিছু খেলোয়াড়ও।

বাংলাদেশে সিরিজ খেলতে আসছে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যদিও এই সিরিজটি পূর্বনির্ধারিত ছিল। তবে এরপর সেটি আবারও স্থগিত হয়ে যায়। এবার ক্রিকবাজ নিশ্চিত করল আবারও হতে যাচ্ছে সেই সিরিজটি।

মূলত ২০২৫ সালে স্থগিত হওয়া ভারত সিরিজটি এ বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে আয়োজন করতে চায় বিসিবি। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৮ আগস্ট তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে ভারতীয় দলের।

বিসিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওয়ানডে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর। এরপর ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ভারত সিরিজের এই নতুন সূচির কারণেই আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে সফর পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায় বিসিবি।

বিসিবির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘আয়ারল্যান্ডকে আমরা অন্য কোনো সময়ে সিরিজটি আয়োজনের অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাদের ব্যস্ত সূচির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আশা করছি, ২০২৭ সালে এই সফরের জন্য নতুন একটি সময় খুঁজে পাওয়া যাবে।’

আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পেছনে ফেলে এক ধাপ এগিয়েছে টাইগাররা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR